সূরা আত্ তীন-৯৫

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণ কাল ও প্রসঙ্গ

সূরাটি নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস ও যুবায়রের (রাঃ) অভিমত এটাই। নলডিকি সূরাটিকে সূরা 'বুরূজের' পরে পরেই স্থান দেন। পূর্ব সূরাটিতে জ্ঞান ও বুদ্ধির ভিত্তিতে যুক্তি দেখানো হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর মাঝে যেহেতু সে সকল গুণের সবটাই সম্পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে যার সঠিক প্রয়োগ মানবকে কৃতকার্যতার উচ্চতম শিখরে নিয়ে যায়, সেহেতু মহানবী (সাঃ) নিশ্চিতভাবেই সুমহান ভবিষ্যতের অধিকারী হবেন। বর্তমান সূরাটিতে কয়েকজন খ্যাতনামা প্রেরিত পুরুষের দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক বলা হচ্ছে, উক্ত মহামানবগণের অবস্থাবলীর সাথে মহানবী (সাঃ) এর অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই কারণে তিনিও তাঁদের মতই কৃতকার্য হবেন। ৮৯ নং সূরা থেকে ৯৪নং সূরা পর্যন্ত প্রতিটি সূরাতে একভাবে বা অন্যভাবে মহানবী (সাঃ) এর মদীনা গমনের কথা ও তৎপরবর্তী কৃতকার্যতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কোনটাতে প্রকারান্তরে, কোনটাতে পরোক্ষভাবে এবং কোনটাতে পরিষ্কারভাবে এ কথাটি রয়েছে। এ সূরাতে ইশারা-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর মত পূর্ববতী নবীগণকেও তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল।

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ تِسْعُ اٰيَاتٍ وَّرُكُوْعٌ

সূরা আত্ তীন-৯৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৯ আয়াত এবং ১রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ②

২। ডুমুর ও জলপাইয়ের কসম[৩৩৮৩]।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ③

৩। আর [খ]সিনাই পর্বতের (কসম)[৩৩৮৩-ক]।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ④

★ ৪। আর [গ]শান্তিপূর্ণ এ শহরের (কসম)।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ⑤

★ ৫। নিশ্চয় আমরা মানুষকে [ঘ]বিবর্তনের সর্বোত্তম সৃজন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫২ঃ২ গ. ৯০ঃ২ ঘ. ২৩ঃ১২-১৫।

৩৩৮৩। 'ডুমুর' 'জলপাই' 'সিনাই পর্বত' এবং 'শান্তিপূর্ণ এ শহর'– এগুলোর কসম খেয়ে বলা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্য সফল হবার যে দাবী এ সূরাতে উত্থাপন করা হয়েছে তা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। 'ডুমুর' ও 'জলপাই' ঈসা (আঃ) এর প্রতীক, 'সিনাই পর্বত' মূসা (আঃ) এর প্রতীক এবং 'শান্তিপূর্ণ এ শহর' মহানবী (সাঃ) এর প্রতীক। এ তিনটি আয়াতে বাইবেলের এ কথাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, 'সদা প্রভু সীনয় হইতে আসিলেন এবং সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; এবং পারাণ পর্বত হইতে আপন প্রতাপ প্রকাশ করিলেন' (দ্বিতীয় বিবরণ-৩৩ঃ২)। কোন কোন তফসীরকারের মতে 'ডুমুর' বৌদ্ধ ধর্মের জন্য 'জলপাই' খৃষ্ট ধর্মের জন্য 'সিনাই পর্বত' ইহুদী ধর্মের জন্য এবং 'শান্তিপূর্ণ শহর' ইসলামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের নৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ হওয়ার কারণে এ ব্যাখ্যাই মনে হয় সর্বোত্তম। এতে আদম (আঃ) এর যুগকে 'ডুমুর' দ্বারা, নূহ (আঃ) এর যুগকে 'জলপাই' দ্বারা, মূসা (আঃ) এর যুগকে 'সিনাই পর্বত' দ্বারা এবং 'শান্তিপূর্ণ এ শহর' দ্বারা মহানবী (সাঃ) এর ইসলামী সভ্যতার যুগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যা কুরআন ও বাইবেল দ্বারা সমর্থিত। বর্ণিত আছে, আদম ও হাওয়া যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করে নগ্ন হয়ে পড়লেন তখন ডুমুরের পাতা দ্বারা নগ্নতা ঢাকলেন (আদি পুস্তক-৩ঃ৭)। নূহ (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, 'এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তার নিকটে ফিরে আসে। আর দেখ, তার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল, ইহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে জল হ্রাস পাইয়াছে' (আদি পুস্তক-৮ঃ১১)। এটা স্বীকৃত সত্য, মূসা (আঃ) সিনাই পর্বতে শরীয়তের বাণী লাভ করেছিলেন। আর এও সকলের জানা, ইসলামের পবিত্র জন্মভূমি আবহমান কাল থেকে আজও পর্যন্ত 'শান্তি ও নিরাপদ নগরী' বলে পরিচিত ও প্রমাণিত হয়ে আসছে। এ চারটি যামানার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে মানবসভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে, যার ফলে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। এ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও 'ডুমুর' মুসায়ী শরীয়তকে এবং 'জলপাই' ইসলামী শরীয়তকে বুঝাতে পারে, আর এ দুটি প্রতীকী কসম বা সাক্ষ্যকে সমান্তরালভাবে দেখানোর জন্য 'সিনাই পর্বত' ও 'শান্তিপূর্ণ নিরাপদ নগরীর নাম নেয়া হয়েছে।

৩৩৮৩-ক। 'সিনাই'-এর বহুবচন 'সিনীন'। এতে বুঝা যায় সিনীন বলতে কেবল একটা বিশিষ্ট পর্বতকে বুঝায় না, বরং একটা পর্বতমালাকে বুঝায়। এর একটিতে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ) এর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٦

★৬। আবার আমরা তাকে হীন থেকে হীনতম (অবস্থায়) নামিয়ে দিয়েছি[৩৩৮৪]★,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٧

৭। [ক]কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে। অতএব তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٨

৮। অতএব 'বিচার' (যে হবে) এ ব্যাপারে তোমাকে কিসে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারে[৩৩৮৫]?

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٩ ع

১ [৯] ২০ ৯। আল্লাহ্ কি সব বিচারকের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

দেখুন ঃ ১১ঃ১২; ৪১ঃ৯; ৮৪ঃ২৬।

৩৩৮৪। পবিত্র ও বিমল প্রকৃতি নিয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। তার মাঝে ভাল কাজ করার প্রবণতা থাকে। তবে তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে দেয়া হয়েছে যাতে সে ইচ্ছামত নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। তাকে বহু প্রাকৃতিক শক্তি ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে যাতে সে অসামান্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করে ঐশী গুণরাজির প্রতিফলনকারীতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-নিচয় ও গুণাবলীকে অপব্যবহার করে সে পশুর স্তর থেকেও নীচে নেমে যেতে পারে, এমন কি শয়তানের অবতারে পরিণত হতে পারে। সংক্ষেপে মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ করার অসামান্য সম্ভাবনা রয়েছে।

★[৫-৬ আয়াতে মানুষের ধারাবাহিক বিবর্তনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কিভাবে মানুষকে নগণ্য অবস্থা থেকে তুলে সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত করা হয়েছে। 'তাকভীম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছুকে সুষ্ঠুভাবে পূর্ণতা দানের জন্য এর ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন করতে থাকা। এরপর বলা হয়েছে, আমরা তাকে সেই নিকৃষ্টতম অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিই, যে অবস্থা থেকে তার উন্নতির সূচনা করা হয়েছিল। এর দ্বারা কেবল আল্লাহ্ তাআলার অকৃতজ্ঞ ও দুষ্কৃতিপরায়ণ বান্দাদের কথা বুঝানো হয়েছে। তারা মানুষ আখ্যায়িত হয়েও সৃষ্টির মাঝে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়। তবে মু'মিনদের কথা একেবারে ভিন্ন। এ সূরাতেই তাদের জন্য অসীম সম্ভাবনা ও উন্নতির সুখবর দেয়া হয়েছে।

মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট জীব হওয়া সত্ত্বেও যে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হতে পারে এর প্রকাশ মহানবী (সা:) বর্ণিত একটি হাদীসেও দেখতে পাওয়া যায। তিনি (সা:) বলেছেন, অনাগত ভবিষ্যতে ঘোর অন্ধকার যুগে তাদের আলেম-উলামারা 'শাররুম মান তাহ্তা আদিমিস্ সামা' অর্থাৎ আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে (মিশকাত, কিতাবুল 'ইলম)। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩৩৮৫। মানুষকে বিরাট আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে সাহায্য করতে আল্লাহ্ তাআলা বার বার হযরত আদম, নূহ, মূসা (আঃ) ও মহানবী (সাঃ) এর মত মহামানবগণকে প্রেরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ যদি তার প্রকৃতিগত শক্তিসমূহের সদ্ব্যবহার না করে এবং যদি সে ঐশী-বাণীকে ও বাণীবাহকগণকে প্রত্যাখ্যান করে শত্রুতায় লিপ্ত হয় এবং সে কারণে যখন সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় তখন যুক্তিসঙ্গতভাবে এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে এ জগতেও বিচার-দিবস রয়েছে এবং পরকালেও বিচার দিবস রয়েছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুবিচারক আল্লাহ্র আদেশাবলীকে অগ্রাহ্য করে কাজ করলে কেউই রেহাই পেতে পারে না এবং সেই আদেশাবলীকে অনুসরণ করে কাজ করলে কেউই পুরস্কৃত না হয়ে পারে না।

[এ সূরার শেষ আয়াত পাঠ করার পর **'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ্ শাহিদীন'** পাঠ করতে হয় যার অর্থ ঃ হাঁ, এবং আমিও এতে সাক্ষ্যদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত]।